শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

১৫৬৪৪

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং- বামাশিবো/প্রশাসন/সাতক্ষীরা-৫১/ ২১১২/৬ তারিখঃ ০১/০৬/২০১৭খ্রিঃ

বিষয়ঃ কারণ দর্শানো নোটিশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলাধীন সাতক্ষীরা আয়েন উদ্দিন মহিলা আলিম মাদরাসার কমিটি সংক্রান্ত রিট পিটিশন নং- ৫০৪/২০১৭ এ প্রদত্ত আদেশ, সংযুক্ত কাগজপত্র ও নথী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা কর্তৃক সরাসরি বোর্ডে প্রেরিত স্মারক নং- ০৫.৪৪.৮৭৮২.০০১.২৬.০০৫.২০১৫.২০৪; তারিখঃ ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ এর মাধ্যমে একমত পোষন করে সংযুক্ত তদন্ত প্রতিবেদন স্মারক নং- উমাশিবো/সাতঃ সদর/১৬/৩৬; তারিখঃ ০৩/০২/২০১৬খ্রিঃ এর মতামত অংশে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, "গভার্ণিং বডি গঠনে ভোটার তালিকা ত্রুটিপূর্ণ এবং ভোটার তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কারসাজির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। গভার্ণিং বডির সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষেত্রে মাদরাসা বোর্ডের অনুমতি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যা নেওয়া হয়নি। ফলে মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং সভাপতি যোগসাজসে বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশ অমান্য করে অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার পরিচয় দিয়েছেন। বিধি মোতাবেক গভার্ণিং বডি গঠন করা হয়নি বলে তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে" মর্মে উল্লেখ করেন।

পক্ষান্তরে হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং- ৫০৪/২০১৭ এর সংযুক্তি E-Series একই উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন কর্তৃক ২৭/০৩/২০১৬ ইং তারিখে নোটিশ দিয়ে ৩০/০৩/২০১৬ইং তারিখে তদন্ত করে একই তারিখে অসামঞ্জস্য প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা বরাবর প্রেরণ করেন, যাহা কখনও বোর্ডে প্রেরিত/অবগত করা হয় নাই।

বোর্ড থেকে স্মারক নং- বামাশিবো/প্রশা/সাতক্ষীরা-৫১/১০৭০ তারিখঃ ০৬/০৩/২০১৬ মোতাবেক কারণ দর্শানো হয়। উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে (১৮/০৪/২০১৬ ইং স্বাক্ষরিত ও ২৪/০৪/২০১৬খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত) অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ মনিরুজ্জামান বর্ণিত তদন্ত প্রতিবেদন ৩০/০৩/২০১৬ইং তারিখের বিষয়ে কোনরূপ উল্লেখ না করায় উক্তরূপ তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় স্মারক নং- বামাশিবো/প্রশা/সাতক্ষীরা-৫১/১১৪৯ তারিখঃ ২০/০৪/২০১৬খ্রিঃ তারিখে কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে এডহক কমিটির জন্য আবেদন করতে বলা হয়। একই বিষয়ে পুনরায় স্মারক নং-বামাশিবো/প্রশা/১৬৮৩/২/নথি নং- সাতক্ষীরা-৫১ তারিখঃ ২৭/০৯/২০১৬ মোতাবেক পত্র দিয়ে গভার্ণিং বডি গঠন প্রক্রিয়া বিধি সম্মত না হওয়ায় ও বিষয়টি তদন্তে প্রমানিত হওয়ায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের আবেদন বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই। মাদরাসার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে এডহক কমিটি গঠনের অনুমতি চেয়ে আবেদন করার জন্য তাঁকে পুনরায় অনুরোধ করা হয়।

বর্ণিত অবস্থায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কর্তৃক বোর্ডে দাখিলকৃত ১৮/০৮/২০১৬ মোতাবেক গভার্ণিং বডি অনুমোদনের আইনগত সুযোগ নেই মর্মে এতদ্বারা জানিয়ে দেয়া হলো। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা কর্তৃক ০৭/০২/২০১৬ স্মারক নং- ০৫.৪৪.৮৭৮২.০০১.২৬.০০৫.২০১৫-২০৪ ও সংযুক্ত উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এর স্মারক নং-উমাশিকা/সাতঃ সদর/১৬/৩৬; তারিখঃ ০৩/০২/২০১৬ এর মাধ্যমে বোর্ডে প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত অনিয়ম, কারসাজি, অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক ১৮/০৪/২০১৬খ্রিঃ তারিখে বোর্ডে দাখিলকৃত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে প্রকৃত তথ্য গোপন করার বিষয়ে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে **(তদন্ত প্রতিবেদনের কপি সংযুক্ত করে)** নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর সুস্পষ্ট লিখিত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বলা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক ০৫ (পাঁচ) পাতা।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

01.06.17

প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

প্রাপকঃ জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
সাতক্ষীরা আয়েন উদ্দিন মহিলা আলিম মাদরাসা, ডাকঘর- বাকাল, সদর, সাতক্ষীরা

নং- বামাশিবো/প্রশাসন/সাতক্ষীরা-৫১/ তারিখঃ /০৫/২০১৭খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

১. জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, সাতক্ষীরা
৩. জেলা শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা
৪. সভাপতি, সাতক্ষীরা আয়েন উদ্দিন মহিলা আলিম মাদরাসা, ডাকঘর- বাকাল, সদর, সাতক্ষীরা
৫. পি এ টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
৬. অফিস কপি

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।
(http://satkhirasadar.satkhira.gov.bd)

স্মারক নম্বর ঃ ০৫.৪৪.৮৭৮২.০০১.২৬.০০৫.২০১৫-২০৪ (যুক্ত) তারিখ ঃ ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

বিষয় ঃ সাতক্ষীরা আয়েন উদ্দীন মহিলা আলিম মাদরাসার অনিয়মতান্ত্রিকভাবে গর্ভানিং বডি গঠন, ০৫ জন সদস্যকে অবৈধভাবে কো-অপ্ট করা, বোর্ডের অনুমতি না নিয়ে বিধি বহির্ভূতভাবে কার্যক্রম পরিচালনাসহ বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র ঃ ক. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা'র নং-বামাশিবো/প্রশা/সাতক্ষীরা-৫১/৪১৯, তারিখ-১০/০৯/২০১৫।
খ. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা সদরের স্মারক নং-৩৬, তারিখ-০৩/০২/১০৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত ক নং স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ জিয়াদ আলী, পিং-মৃত সোবহান সরদার, সাং-ইটাগাছা, ডাক-বাঁকাল, উপজেলা ও জেলা-সাতক্ষীরা দাখিলকৃত সাতক্ষীরা আয়েন উদ্দীন মহিলা আলিম মাদরাসার অনিয়মতান্ত্রিকভাবে গর্ভানিং বডি গঠন, ০৫ জন সদস্যকে অবৈধভাবে কো-অপ্ট করা, বোর্ডের অনুমতি না নিয়ে বিধি বহির্ভূতভাবে কার্যক্রম পরিচালনাসহ বিভিন্ন অনিয়মের আবেদন বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা সদর সরেজমিনে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন সূত্রোক্ত খ নং স্মারকে এই কার্যালয়ে প্রেরণ করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনের সাথে সহমত পোষনপূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ প্রতিবেদন মোট ৫৫ ফর্দ।

শাহ আব্দুল সাদী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।
ফোন ঃ ০৪৭১৬৩৪৯৮
ফ্যাক্স ঃ ০৪৭১-৬৫১৮১
ই-মেইল ঃ unosatkhira@mopa.gov.bd
বিকল্প ই-মেইল ঃ saadi.bcs24@gmail.com

প্রাপক ঃ
রেজিস্ট্রার ও চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড
২নং অরফ্যানেজ রোড, বকশিবাজার
ঢাকা-১২১১।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

স্মারক নং উমাশিকা/সাতঃসদর/১৬/ ৩৮ .

তারিখঃ ০৩/০২/২০১৬ খ্রিঃ।

বিষয় । সাতক্ষীরা আয়েনউদ্দীন মহিলা আলিম মাদ্রাসার অনিয়মতান্ত্রিকভাবে গভর্নিং বডি গঠন এবং পাঁচজন সদস্যকে অবৈধভাবে কো-অপট করণ এবং বোর্ডের অনুমতি না নিয়ে বিধি বহির্ভূত ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করায় গর্ভনিং বডি বাতিল সহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে ।

সূত্র । উপজেলা নির্বাহী অফিসার,সাতক্ষীরা সদর,সাতক্ষীরা মহোদয়ের অফিস স্মারক নং- ১১৮০ তারিখ: ৫/১০/১৫খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের মোতাবেক আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী গত ১০/১২/১৫ খ্রিঃ তারিখ সাতক্ষীরা আয়েনউদ্দীন মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তদন্ত করি। তদন্ত স্থানে বাদী , গর্ভনিং বডির সভাপতিসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ শিক্ষকমন্ডলী ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তদন্ত কালে প্রতিষ্ঠানের গর্ভনিং বডি গঠন সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায় যে , বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অত্র মাদ্রাসার গর্ভনিং বডির অনুমোদন ০৪/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রদান করা হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন প্রকৃত অভিভাবক নয় মর্মে উল্লেখ পূর্বক মোঃ শহিদুল্লাহ ভোটার নং -১০৬ ভুয়া ভোটার সম্পৃক্ততা বাতিল এবং অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্হা গ্রহনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের নিকট আবেদন করেন। ০৪/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তদন্ত করিবার নির্দেশ দিলে নিম্নস্বাক্ষরকারী ১৬/০৬/১৪ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করি । তদন্তে দেখা যায় যে, আসমানি খাতুন, পিতাঃ .জনাব আশরাফ আলী সরদার , মুক্তা খাতুন . পিতাঃ মহসিন এবং আলমুন্নাহার , মাতাঃ সাহিদা খাতুন প্রকৃত অভিভাবক । অথচ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ভোটার তালিকায় আসমানি খাতুন, পিতাঃ আইয়ুব হোসেন, মুক্তা খাতুন, পিতাঃ মোঃ আব্দুল মজিদ ও আলমুন্নাহার , মাতাঃ ফজিলা খাতুন উল্লেখ করেছেন যাহা সম্পূর্ণ ভুয়া। মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ সাহেব কারসাজির মাধ্যমে ভোটার তালিকা প্রণয়ণ করেছেন যা বিধি সম্মত নয় উল্লেখপূর্বক ২২/৬/২০১৪ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় প্রতিবেদনটি মাদ্রাসায় সভাপতি বরাবর ব্যবস্হা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করেন। তার প্রেক্ষিতে ১৭/১০/২০১৪ তারিখে মাদ্রাসার গভর্ণিং বডির সভায় প্রতিবেদনটি পঠিত হয় এবং ঐ ভুয়া ৩ জন সদস্যের সদস্য পদ বাতিল করে উক্ত পদগুলি শূন্য ঘোষণা করা হয়। কিন্তু উক্ত অনিয়মের কোন ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়নি।

উক্ত শূন্য পদ পূরণের জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসা বোর্ডকে অবহিত না করে শুধুমাত্র তাদের পছন্দমত ১. মো : শহিদুল্লাহ ভোটার নং-১০৬ (অভিযোগ কারী) ২. আব্দুল মতিন ভোটার নং-৩৭২ এবং ৩. নারগিছ সুলতানাকে কো- অপট করেন। কো- অপট করার পূর্বে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে কোন অনুমোদন নেননি । এমনকি কো- অপট করার পূর্বে কোন বিজ্ঞপ্তি বা মাদ্রাসার অভিভাবক সদস্যদের অবহিত করা হয়নি । তদন্তে কো- অপট করার ব্যাপারে অনিয়মের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক কমিটি অনুমোদনের পর প্রথম সভায় ০৮/০৫/২০১৫ ইং তারিখে আলহাজ্ব মোঃ দীন আলীকে শিক্ষানুরাগী সদস্য হিসেবে কো-অপট করা হয়। তিনি ০৭/০৬/২০১৪ ও ০৯/০৯/২০১৪ ইং তারিখে গর্ভনিং বডির সভায় যোগদান করেন । কিন্তু কোন কারণ ছাড়াই আলহাজ্ব মোঃ দীন আলীর সদস্য পদ বাতিল করে তদস্থলে ২৪/১২/২০১৪ ইং তারিখের সভায় মোঃ আব্দুর রহিমকে শিক্ষানুরাগী সদস্য হিসেবে মনোনিত করা হয় । যা বিধিসম্মত নয় ।

সভাপতি জনাব আবুল কালাম বাবলা অভিভাবক সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন । তিনি প্রকৃতপক্ষে অভিভাবক সদস্য নন। তিনি সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তার পরিবর্তে আব্দুল গফুরকে অভিভাবক সদস্য হিসেবে কো-অপট করা হয়। দাতা,প্রতিষ্ঠাতা এবং অভিভাবক সদস্যের মধ্যে থেকে সভাপতি নির্বাচিত হলে তার স্থলে কো-অপট কোন সুযোগ নাই বিধায় জনাব আব্দুল গফুরকে কো-অপট করা বিধি সম্মত হয়নি।

[signature]

মতামত: গর্ভনিং বডি গঠনে ভোটার তালিকা ত্রুটিপূর্ণ এবং ভোটার তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কারসাজির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। গভর্ণিং বডির সদস্য কো-অপট করার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা বোর্ডের অনুমতি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যা নেওয়া হয়নি। ফলে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এবং সভাপতি যোগসাজসে বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশ অমান্য করে অদক্ষতা ও অব্যবস্হাপনার পরিচয় দিয়েছেন । বিধি মোতাবেক গভর্ণিং বডি গঠন করা হয়নি বলে তদন্তে প্রতিয়মান হয়েছে ।

মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহনের জন্য তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হলো।

০৭.০২.১৪

(মোঃ জয়নাল আবদীন)
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সাতক্ষীরা সদর,সাতক্ষীরা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

স্মারক নং- উমাশিঅ/সাতঃসদর/তদন্ত/ ৯৯ তারিখ ঃ ৩০/০৩/২০১৬ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ সাতক্ষীরা আয়েন উদ্দীন মহিলা আলিম মাদরাসার তথা কথিক গভর্ণিং বডি গঠনের কার্যক্রম স্থগিতসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল প্রসংগে।

সূত্র ঃ জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা মহোদয়ের স্মারক নং-৩৭.৪৪.৮৭০০.০১০.১১.০০৫.১৬-৩৭৭,তারিখ ঃ ২২/০৩/২০১৬খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারক মোতাবেক নিম্ন স্বাক্ষরকারী সাতক্ষীরা আয়েন উদ্দীন মহিলা আলিম মাদ্রাসার গভর্ণিং বর্ডি গঠনের মাধ্যমে কার্যক্রম স্থগিত সংক্রান্ত বিষয়টি নিজ দপ্তরে অদ্য ৩০/০৩/২০১৬ ইং তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকার সময় অভিযোগকারী ও মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে তদন্ত করি। তদন্তকালে অভিযোগকারী লিখিত জবান বন্দি দাখিল করেন। (কপি সংযুক্ত)

অভিযোগকারীর লিখিত জবান বন্দিতে দেখাযায় যে, কয়েকজন ছাত্রীর পিতা মৃত বরণ করেছেন। কিন্তু তাদের নাম ভোটার তালিকায় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ সাহেব জানান যে, ঐ সকল ছাত্রী তাদের পিতার মৃত্যুর বিষয়টি প্রতিষ্টানকে অবহিত করে নাই। বিষয়টি কোন অনিয়মের পর্যায়ে পড়ে না।

একই অভিভাবকের নাম ভোটার তালিকায় একাধিকবার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। একই ব্যক্তি একাধিক পোষ্য কোন প্রতিষ্ঠানে থাকলে সে ব্যক্তি কেবল মাত্র একটি ভোট অধিকার পাবেন মর্মে বিধি বিধান আছে। বিধায় ভোট দান কালে নিশ্চিত করতে হবে তিনি কেবল মাত্র একটি ভোট প্রয়োগ করতে পারেন।

কয়েকজন ছাত্রীর অভিভাবকের নাম ভোটার তালিকায় থাকলেও ভোটার ক্রমিক নম্বর নাই। যাহা কেবলমাত্র মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি।

দাতা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ থাকলে দেখাযায় যে, জনাব মোঃ আবুল কালাম বাবলা ও জনাব আনজীম কালাম (তমাল) নিয়ম মাফিক ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রতিষ্ঠানে নগদে প্রদান করেছেন যাথারীতি দাতা সদস্য হয়েছেন। উল্লেখ্য, নিয়ম মাফিক কোন ব্যক্তি ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা প্রদান করলে দাতা সদস্য হতে পারবেন।

সার্বিক বিষয়ে পর্যালোচনা করে দেখাযায় ভোটার তালিকায় কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও উদ্দেশ্য প্রনোদিত কোন কারচুপি অগ্রায় গ্রহণ করা হয়নি বিধায় গভর্ণিং বডি গঠনে কোন বাধা নাই।

চলামান গভর্ণিং বডি গঠন সংক্রান্ত অনিয়মের বিষয়ে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক কারণ দর্শানোর জবাব ইতি পূবে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে প্রেরন করেছেন।

মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসাত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হ'ল।

(মোঃ জয়নাল আবদীন) ৩০/৩/১৬
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

জেলা প্রশাসক,
সাতক্ষীরা।